ADVISER FOR FOREIGN AFFAIRS

Md. Touhid Hossain
Adviser for Foreign Affairs
Government of the People's
Republic of Bangladesh
Dhaka

২৬ মার্চ ২০২৫

বাণী

আজ ২৬ মার্চ, মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস। ১৯৭১ সালের এ দিনে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার চূড়ান্ত লড়াই শুরু হয়েছিল। সশস্ত্র পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এ দেশের আপামর জনতা। এরপর দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধে লাখ লাখ শহিদের আত্মত্যাগে অর্জিত হয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা।

মহান স্বাধীনতা দিবসে আমি গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি মহান মুক্তিযুদ্ধের বীর শহিদদের, স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্বদানকারী সকল নেতা, বীর মুক্তিযোদ্ধা, সম্ভ্রম হারানো মা-বোনসহ এ দেশের মুক্তিকামী মানুষকে-যাঁদের ত্যাগ ও অবদানে আমরা পেয়েছি এই স্বাধীন বাংলাদেশ। আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে আরও স্মরণ করছি ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের গণ-অভ্যুত্থানের শহিদদের।

আমি প্রবাসী বাংলাদেশি এবং আমাদের কূটনীতিকবৃন্দকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই যাঁরা মুক্তিযুদ্ধকালে বাংলাদেশের পক্ষে বিশ্বব্যাপী জনমত গঠন ও পরবর্তীতে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে যেসকল বিদেশি বন্ধু অবদান রেখেছেন তাঁদেরকেও আমি গভীর কৃতজ্ঞতা জানাই।

স্বাধীনতার মূল লক্ষ্য ছিল তৎকালীন শাসকগোষ্ঠীর নির্যাতন-নিপীড়ন বন্ধ এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিকসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে শোষণ ও বৈষম্যের বিলোপসাধন। এ লক্ষ্যেই দেশের ছাত্র-জনতা, কৃষক-শ্রমিকসহ বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে দীর্ঘ আন্দোলন ও যুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করে। তাঁদের স্বপ্ন ছিল বাংলাদেশ হবে এমন একটি দেশ যেখানে কোন রকম বৈষম্য থাকবে না, যেখানে স্বাধীনতার সুফল সবার কাছে সমানভাবে পৌঁছাবে।

কিন্তু পাঁচ দশক পরেও স্বাধীনতার স্বপ্ন পূরণ না হওয়ায় ২০২৪ সালে জুলাই-আগস্ট গণ-অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়েছে। ভোটাধিকার ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, বৈষম্যবিলোপ এবং সকলের জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যেই এ অভ্যুত্থানে ছাত্র-জনতা নিঃশঙ্ক চিত্তে প্রাণোৎসর্গ করেছে। এর ফলে স্বাধীনতাকে অর্থবহ করে তোলা, শোষণমুক্ত ও উন্নত দেশ বিনির্মাণের সুবর্ণ সুযোগ পুনরায় আমরা পেয়েছি। মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এ সুযোগকে কাজে লাগাতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আসুন, আমরা সবাই স্বাধীনতার চেতনাকে ধারণ করি এবং একটি সত্যিকারের স্বাধীন, শোষণমুক্ত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলি।

গৌরবময় এ দিনে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশিদের যাঁরা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থান করে দেশের অর্থনীতিকে সচল রাখার কাজে নিরন্তর সহযোগিতা করছেন। আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ ও দেশের ভাবমূর্তি সমুন্নতকরণে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও বিদেশস্থ মিশনসমূহে কর্মরত সকলকে জানাচ্ছি স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের শুভেচ্ছা।

(মো: তৌহিদ হোসেন)

Address: Ministry of Foreign Affairs, Segunbagicha, Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 02223382852 (Office)